



222372 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে কথিবা অন্য সময়ে ১১ রাকাতের বশেঁ পড়তনে না

প্রশ্ন

একজন বলল যে, আয়শো (রাঃ) এর যে বর্ণনাতে ১১ রাকাত নামায পড়ার কথা উল্লেখ আছে সেটি তাহাজ্জুদের নামায কথিবা বতিরিরে নামাযেরে ব্যাপারে; তারাবীর নামাযেরে ব্যাপারে নয়। এ ব্যাপারে আপনাদেরে মন্তব্য কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তাহাজ্জুদের নামায, বতিরিরে নামায ও তারাবীর নামায এ সবগুলো নামাযকে একত্রে কয়িমুল লাইল বা তারাবীর নামায বলা যায়। তবে তারাবীর নামায রমযান মাসেরে সাথে খাস।

আয়শো (রাঃ) এর উক্তটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে রাত্ৰিকালীন নামায সম্পর্কে। তাই তিনি রাতেরে বলোয় যে যে নামায পড়তনে সবগুলো এ উক্তরি অধীনে পড়বে।

সহহি বুখারী (৩৫৬৯) ও সহহি মুসলমি (৭৩৮) আবু সালামা বনি আব্দুর রহমান থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি আয়শো (রাঃ) কে জিজ্ঞেসে করনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে রমযান মাসেরে নামায কমনে ছিলি? আয়শো (রাঃ) বলনে: তিনি রমযানে কথিবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে এগার রাকাতেরে বশেঁ নামায পড়তনে না। তিনি চার রাকাত নামায পড়তনে। এ চার রাকাতেরে সটৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেসে করবনে না। এরপর তিনি আরও চার রাকাত নামায পড়তনে। এ চার রাকাতেরেও সটৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেসে করবনে না। এরপর তিনি তিনি রাকাত নামায পড়তনে। একবার আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি বতিরি পড়ার আগে ঘুমিয়ে যাচ্ছেনে? তিনি বলনে: আমার চোখ ঘুমায়। কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

ইমাম নববী বলনে:

আয়শো (রাঃ) থেকে সহহি বুখারীতে এসছে যে, তাঁর রাতেরে নামায ছিল ৭ রাকাত বা ৯ রাকাত। বুখারী ও মুসলমি এ হাদসিরে পর ইবনে আব্বাস (রাঃ)- এর হাদসি উল্লেখ করছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে রাতেরে বলোর নামায ছিল ১৩ রাকাত এবং সুবহে সাদকি হওয়ার পর ফজরেরে দুই রাকাত সুনত পড়তনে। যায়দে বনি খালদি এর হাদসি রয়ছে যে,



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালকাভাবে দুই রাকাত নামায পড়ছেন। এরপর দুই রাকাত দীর্ঘ নামায পড়ছেন। এরপর হাদসিরে বাকী অংশ উল্লেখ করনে। হাদসিরে শষোংশে বলেন: এই হল: তরে রাকাত। কাযী ইয়ায বলেন: এ হাদসিসমূহে ইবনে আব্বাস (রাঃ), যায়দে (রাঃ) ও আয়শো (রাঃ) বাস্তবে যা দেখেছেন সটো জানয়িছেন।

উল্লেখতি সাহাবীদরে প্রত্যেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতরে বলোয় সর্বমটে কত রাকাত নামায পড়তনে সটো উল্লেখ করছেন; এর মধ্যে তাহাজ্জুদরে নামাযও রয়েছে অন্য নামাযও রয়েছে।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) উল্লেখ করছেন যে, আয়শো (রাঃ) এর উক্তি: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে রাতরে নামায ছিল সাত রাকাত বা নয় রাকাত।" এর দ্বারা আয়শো (রাঃ) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যা ঘটছে। আর আয়শো (রাঃ) এর উক্তি: "তনি রমযানে কথিবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে এগার রাকাতরে বেশি নামায পড়তনে না।" এটাই ছিল রাতরে বলোয় তাঁর আদায়কৃত নামাযরে সর্বাধিক সংখ্যা। তনি এর চয়ে বাড়াতনে না।

আর আয়শোর উক্তি: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৩ রাকাত নামায পড়ছেন": এ প্রসঙ্গে হাফযে ইবনে হাজার দুটো সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করছেন। হতে পারে আয়শো (রাঃ) রাতরে নামাযরে সাথে এশার দুই রাকাত সুন্নতকও যোগ করছেন; যহেতু এ রাকাতদ্বয়ও রাতরে বলোয় আদায় করা হয়। আরকেটি সম্ভাবনা হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতরে নামাযরে শুরুতে খুবই হালকাভাবে যে দুই রাকাত নামায পড়তনে তনি সে দুই রাকাত নামাযকও যোগ করছেন। হাফযে ইবনে হাজার বলেন: আমার দৃষ্টিতে এটাই অগ্রগণ্য... [ফাতহুল বারী]

এর মাধ্যমে ফুটে উঠল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতরে বলোয় সর্বমটে কত রাকাত নামায পড়তনে আয়শো (রাঃ) সটোই উদ্দেশ্য করছেন। তার হাদসি থেকে আলমেগণ এটাই বুঝছেন।

আরও জানতে পড়ুন: [9036](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।